বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার

মাহাবুবুর রহমান (রিমন) {০৫/১১/২০১৯}

ভাবতে ও বলতে অবাক লাগে যে, এখনও বাংলাদেশের অনেক মানুষ জানে না–বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে? এমনকি যারা কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে তারাও জানে না যে, কার হাত ধরে ১৯৬৪ সালে আমরা কম্পিউটারের যুগে পা রেখেছিলাম।

হানিফউদ্দিন মিয়া বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার। বাংলাদেশের গৌরব হানিফউদ্দিন মিয়া নাটোরের সিংড়ার হুলহুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। হানিফউদ্দিন মিয়ার পিতা রজব আলী তালুকদার ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। রজব আলী তালুকদার দুই ছেলে ও এক মেয়ে মধ্য হানিফউদ্দিন মিয়া ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান।

বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটারটি জাহাজে করে আসে ১৯৬৪ সালে । সেটি ছিলো আই,বি,এম মেইনফ্রেম ১৬২০ কম্পিউটার। এটি ছিলো দক্ষিন এশিয়ার প্রথম কম্পিউটার। ঐ কম্পিউটারটি স্থাপন করতে দুটি বড় রুম ব্যবহার করতে হয়েছিলো। এটি ছিলো দ্বিতীয় প্রজন্মের একটি ডিজিটাল মেইনফ্রেম কম্পিউটার।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কম্পিউটারটি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা করে, তবে হানিফউদ্দিন মিয়া ছাড়া অন্য কেউ এই কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য যোগ্য ছিলো না। এ জন্য তৎকালীন সরকার তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য আহবান জানায়। তবে হানিফউদ্দিন মিয়া সেই আহবান ফিরিয়ে দেন। এর ফলে কম্পিউটারটি ঢাকার স্থাপন করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার।

হানিফউদ্দিন মিয়া ১৯৪৬ সালে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে আই,এস,সি পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫১ সালে বি,এস,সি তে প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় এম,এস,সি পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে স্বর্ণপদকসহ প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর গনিত বিভাগে খন্ডকালীন শিক্ষাকতা করেন।

হানিফউদ্দিন মিয়া ১৯৫৭ সালে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম ফরিদা বেগম । ফরিদা বেগম এর একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে। পুত্র শরীফ হাসান সুজা দীর্ঘ ২৩ বছর সিমেন্স বাংলাদেশ প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে তার মেয়ে ডোরা শিরিন পেশায় একজন ডাক্তার। আর অপর মেয়ে নিতা শাহীন গৃহিণী।

হানিফউদ্দিন মিয়া বাংলাদেশে গণিত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের কম্পিউটার সার্ভিস বিভাগের পরিচালকও ছিলেন।

দেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হানিফউদ্দিন মিয়া কে মরনোত্তর সম্মাননা জানিয়েছে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশে কম্পিউটার সমিতি । বাংলাদেশ আইসিটি এক্রপো ২০১৫ শীর্ষক মেলার সমাপনী আয়োজনে হানিফউদ্দিন মিয়ার স্ত্রী ফরিদা বেগম এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়। সম্মাননা স্মারক ফরিদা বেগম এর হাতে তুলে দেন সাবেক মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিত।

মূলত বিজয় কিবোর্ড ও সফটওয়্যার এর জনক জনাব মোস্তফা জব্বার সাহেবের প্রচেষ্টার কারনেই তাকে পুরস্কৃত করেছে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশে কম্পিউটার সমিতি।

১৯৯৭ সালে এপ্রিল মাসে জনাব মোস্তফা জব্বার সাহেব বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এ প্রথম কম্পিউটার বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান করার অনুমতি পায় । বাংলাদশে এর আগে কম্পিউটার নিয়ে কোন অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়নি। কম্পিউটার বিষয়ক এই অনুষ্ঠানটির নাম ছিল "কম্পিউটার"এবং এই "কম্পিউটার" নামক অনুষ্ঠানটি ছিল সাপ্তাহিক।

কম্পিউটার বিষয়ক অনুষ্ঠান বরাবরই শিক্ষামুলক হয়ে থাকে। কম্পিউটার বিষয়ক প্রথম অনুষ্ঠানটি জনাব মোস্তফা জব্বার সাহেব হানিফউদ্দিন মিয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতকারটি ছিল হানিফউদ্দিন মিয়ার প্রথম ও শেষ সাক্ষাতকার। এই অনুষ্ঠানটি প্রচার হয় বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৯৭ সালের মে মাসে। সেই সাক্ষাতকারটি বাংলাদেশের কম্পিউটার ইতিহাসের এক ধরনের বড় মাইলফক বলা যায়।

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখে ছিলো হানিফউদ্দিন মিয়ার ৯০ তম জন্ম বার্ষিকী । ৯০ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়েছে।

হানিফউদ্দিন মিয়া মাতৃভাষা বাংলার, পাশাপাশি ইংরেজী,উর্দু, আরবি, হিন্দী, জামার্নি ও রাশিয়ান ভাষা জানতেন ।

দেশের প্রথম কম্পিউটারটি এখন প্রদর্শনের ´জন্য সংরক্ষিত আছে ঢাকার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে।

২০০৭ সালের ১১ইং মার্চ না ফেরার দেশে চলে গেছেন তিনি। তবে মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বিভিন্ন সময়ে গনিতশাস্ত্র ও কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক লেখক ও কলামিষ্ট
মাহাবুবুর রহমান (রিমন)
email : mrahman0985@gmail.com
web : www.mrahman.info